/DailyInqilabOnline
/TheDailyInqilab
সোমবার

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
প্রতিষ্ঠাতা: আলহাজ্ব মাওলানা এম.এ.মান্নান (রহ) THE DAILY INQILAB www.dailyinqilab.com

রেজিঃ ডিএ ৬৬২ ।। ৩৮তম বর্ষ ।। সংখ্যা ১৩০ ।। ঢাকা ।। ৩১ আশ্বিন ১৪৩০ সন ।। ৩০ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরী ।। MONDAY 16 OCTOBER 2023 ।। ১২ পৃষ্ঠা, মূল্য ১২ টাকা ।। নগর সংস্করণ

নি।ব।ন্ধ

যানবাহনে শিশুআসন নিশ্চিত করতে হবে

তরিকুল ইসলাম

গত বছরের ২৭ ডিসেম্বরে গেজেট আকারে প্রকাশিত বিধিমালায় শিশু যাত্রীর জন্য সিটবেল্ট বাঁধা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বিধান জারির কথা বলা হলেও করা হয়নি। উচ্চ গতির যুগে এবং গাড়িতে আটকে থাকা রাস্তা, চালকদের বেপরোয়া তৎপরতায়, ভ্রমণের সময় শিশুর ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই, শিশুদের নিরাপদ পরিবহনের জন্য উপযোগী ও সুরক্ষিত আসন অত্যন্ত জরুরি।

উন্নত দেশের মতই বাংলাদেশে শিশু সুরক্ষায় স্ট্যান্ডার্ড সিট বেল্ট দিয়ে গাড়িতে শিশুর আসন নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে দুর্ঘটনায় শিশু সুরক্ষিত থাকে। সড়ক দুর্ঘটনায় যখন বড় ধরনের কোনো সংঘর্ষ ঘটে তখন দেখা যায়, মায়ের কোলে বসিয়ে রাখা শিশুটি ছিটকে গিয়ে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েছে। যদি শিশুটি শিশু নিরাপত্তা আসনে থাকতো, তাহলে দুর্ঘটনার আঘাত থেকে রক্ষা পেত।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮। আইনটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ আইনে গতিসীমা লঙ্ঘনের বিধান বর্ণিত থাকলেও গতিসীমা নির্ধারণ কিংবা পর্যবেক্ষণের নির্দেশনা ও পরিকল্পনা উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া যাত্রীদের সিটবেল্ট ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা ও শিশুদের ক্ষেত্রে চাইল্ড রেস্ট্রেইন ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আইনটিতে নেই।

একজন অভিভাবক হিসাবে গাড়িতে ভ্রমণ করার সময় আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে একটি হলো আপনার সন্তানকে নিরাপদ রাখা। গাড়িতে সন্তানের যে ধরনের আসন প্রয়োজন তা নির্ভর করে সন্তানের বয়স, আকার এবং বিকাশের প্রয়োজনীয়তাসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর। শিশু সুরক্ষা আসনকে কখনো কখনো শিশু সুরক্ষা আসন, শিশু সংযম ব্যবস্থা, শিশুআসন, শিশুর আসন, গাড়ির আসন বা একটি বুস্টার সিট বলা হয়। এটি এমন একটা আসন, যা বিশেষভাবে গাড়ির সংঘর্ষের সময় শিশুদের আঘাত বা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী, সড়ক দুর্ঘটনা ১ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশিপের এক তথ্যানুযায়ী, যানবাহনে শিশুদের জন্য সুরক্ষিত আসন ব্যবহার করলে ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় ৫৪-৮০% শিশু মৃত্যুর হার কমবে। ইউএনবির রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালের প্রথম তিন মাসের তুলনায় দ্বিতীয় ভাগে (এপ্রিল-জুন) সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু মৃত্যুর হার ১৬.৬% বেড়ে গেছে। দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের রিপোর্ট অনুযায়ী, এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত গত ২৮ মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৬৭৪ জন শিশুর মৃত্যু হয়। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) তথ্যানুসারে, যানবাহনে শিশুবান্ধব আসনের ব্যবহার শিশুদের সড়ক দুর্ঘটনায় আঘাতের ঝুঁকি ৭১%-৮২% হ্রাস করে। সড়কে শিশুমৃত্যু ঠেকাতে গাড়িতে সিট বেল্ট বাঁধা, যানবাহনে শিশুদের উপযোগী সিটের ব্যবস্থা করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের।

আমাদের দেশে পরিবহণে শিশুআসন তৈরি করার কোনো আইনি বিধি বিধান নেই। তাই বর্তমান নীতিমালায় শিশু আসন বাস্তবায়নে একটি সংযোজন প্রয়োজন। দেশে সঠিকভাবে শিশু নিরাপত্তা আসন ব্যবহার করা হলে যাত্রীবাহী গাড়িতে শিশুমৃত্যু কমাতে সহায়তা করবে। আমাদের দেশের গাড়িগুলোতে শিশুআসন খুবই জরুরি।

দুর্ঘটনায় শিশুদের আঘাত প্রতিরোধ করার সর্বোত্তম উপায় হলো গাড়িতে ভ্রমণ করার সময় তাদের সঠিকভাবে যত্ন নেওয়া। শিশুআসনের পক্ষে কারণগুলির মধ্য অন্যতম হচ্ছে সড়কে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শিশু আসন থাকায় শিশুকে সুরক্ষায় রাখে, ধাক্কা ছাড়াই এবং সর্বাধিক গতির অসুস্থতার প্রভাবসহ একটি নিরাপদ ভ্রমণ প্রদান করে। সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধির কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দেশের সড়ক ও সড়ক পরিবহন শিশুবান্ধব না হওয়া, গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসনের ব্যবস্থা না থাকা, সড়ক ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা শিশুদের জন্য নিরাপদ না করা ইত্যাদি।

আমাদের দেশে পরিবহনে শিশুআসন তৈরি করার কোনো আইনি বিধি-বিধান নেই। তাই বর্তমান নীতিমালায় শিশু আসন বাস্তবায়নে একটি সংযোজন প্রয়োজন। দেশে সঠিকভাবে শিশু নিরাপত্তা আসন ব্যবহার করা হলে যাত্রীবাহী গাড়িতে শিশুমৃত্যু কমাতে সহায়তা করবে। আমাদের দেশের গাড়িগুলো শিশুআসন খুবই জরুরি। শিশুআসনের ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়ন করে তা অতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হোক। প্রতিবছরে সড়কে আমাদের দেশে অভাবনীয়ভাবে শিশুর প্রাণ ঝরে যাচ্ছে। আর এই মৃত্যুর হাত থেকে শিশুদের সুরক্ষা রাখতে শিশুআসন আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন চাই।

বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে যানবাহনে (বিশেষ করে ছোট গাড়িতে) শিশুদের জন্য সুরক্ষিত আসন প্রচলনে আইন আবশ্যক। পাশাপাশি সড়ক ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের ঘোষিত 'সেইফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচ' অনুযায়ী একটি আলাদা আইন প্রণয়নের দাবিও রয়েছে।

লেখক: অ্যাডভোকেসি অফিসার, কমিউনিকেশন, রোড সেইফটি প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

Link: https://dailyinqilab.com/editorial/article/609995